বিজয় ২৪ হল

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), গাজীপুর।

পাসপোর্ট এবং স্ট্যাম্প সাইজের ০১ কপি ছবি।

হলে ভর্তির আবেদন পত্র

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, অত্র হলে সীট বরাদ্দ হওয়ায় আমি হলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক। মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করছি।

১। ছাত্রের পূর্ণ নাম (বাংলা) ঃ ....

ছাত্রের পূর্ণ নাম (ইংরেজীতে) ঃ ....

২। ছাত্র নং ঃ ...., বর্ষ ঃ..................., বিভাগ ঃ...

৩। মোবাইল নং ঃ.., E-mail No ঃ ....

৪। পিতার নাম ঃ ...., পিতার মোবাইল নং ঃ ....

মাতার নাম ঃ ...., মাতার মোবাইল নং ঃ ....

৫। জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন ঃ ...., জন্ম তারিখ ঃ ....

৬। স্থায়ী ঠিকানা ঃ ....

....

৭। ব্লাড গ্রুপ ঃ ...., CGPA (সর্বশেষ) ঃ ....

৮। যে কক্ষে যেতে ইচ্ছুক (পছন্দক্রম অনুসারে) ঃ ....

৯। **সর্বশেষ গ্রেডশীট, এন আই ডি/জন্ম নিবন্ধন কপি, পাসপোর্ট এবং স্ট্যাম্প সাইজের ছবি এবং ফরওয়ার্ডিং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংযুক্ত করতে হবে ।**

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে বর্ণিত যাবতীয় তথ্য সত্য এবং আবাসিক হলের সকল নিয়মাবলী অবগত আছি। আমার দ্বারা হলের শৃংঙ্খলা পরিপন্থি কোন কাজ সংঘটিত হলে আবাসিক সুবিধা বাতিলসহ হল কর্তৃপক্ষের যে কোন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমি বাধ্য থাকব।

তারিখ ঃ..............................ইং। বিনীত নিবেদক

....

ভর্তি পত্র

উল্লেখিত ছাত্রকে বিজয় ২৪ হলের .... নং রুমের আবাসিক ছাত্র হিসাবে ভর্তি করা হল এবং ডাইনিং কার্ড নং ঃ...।

প্রভোষ্ট
বিজয় ২৪ হল
ডুয়েট, গাজীপুর

প্রভোষ্ট কমিটি

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

হলে আবাসনের কতিপয় নিয়মাবলী

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল সমূহ সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এ সব নিয়মের লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হলে আবাসনের নিয়মাবলী জেনে নেয়া ছাত্রদের নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য। "নিয়ম জানি না" এই অজুহাতে প্রাপ্য শাস্তি এড়ানো যাবে না। আবাসিক হল সমূহের কতিপয় নিয়মাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ঃ হল সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ

১। কেবল মাত্র অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই পরিচালক, ছাত্র কল্যাণ/প্রভোষ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সীট বরাদ্ধ পাবার পর হলে ভর্তি হতে পারবে। কোন কারণে অভিযুক্ত হয়ে বহিষ্কৃত হলে আপনা আপনিই হলের সীট বাতিল হয়ে যাবে।

২। হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সকল পাওনা যথা সময়ে (প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে) পরিশোধ করতে হবে। উক্ত সময়ের পর যাবতীয় পাওনা টাকার উপর কিউমেলিটিভ হারে বিলম্ব ফি প্রযোজ্য হবে। পর পর তিন মাসের অধিক বকেয়াকারী কোন ছাত্রের সীট বাতিল কিংবা মেসিং বন্ধ করে দেয়া হতে পারে।

৩। আবাসিক ছাত্রগণ হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্ধকৃত নির্ধারিত সীটে অবস্থান করতে বাধ্য থাকবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত একসীটে ডাবলিং করা কিংবা অছাত্রদের অবস্থান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হলে অতিথির রাত্রি যাপন নিষিদ্ধ।

৪। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত সীট/হল পরিবর্তন করা যাবে না। বিশেষ বিবেচনায় শুধুমাত্র প্রতি সেমিষ্টারের পূর্বে একবার সীট/হল পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৫। ছাত্র হল সমূহের আবাসিক কক্ষে **মহিলা অতিথি ও ছাত্রীদের** প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বিশেষ প্রয়োজনে গেষ্ট রুমে দেখা করা যেতে পারে।

০৬। রাত্রি **১১:০০**ঘটিকার পর আবাসিক হলের ছাত্রদের বাহিরে বের হওয়া নিষেধ। জরুরী প্রয়োজনে ইহা শীথিলযোগ্য! হল প্রশাসনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

০৭। আবাসিক হল সমূহে শব্দ/পরিবেশ দূষণ করে এমন কোন কিছুর ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হল ক্যাম্পাস ধুমপান মুক্ত এবং হলের যত্রতত্র ব্যানার, পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি লাগানো যাবে না। এসব লাগানোর জন্য নির্ধারিত বোর্ড/স্থান ব্যবহার করতে হবে।

০৮। শুধুমাত্র নির্ধারিত হলের আবাসিক বর্ডারগণ হলের ভিতরে সভা সমাবেশ আয়োজন করতে পারবে। তবে এজন্য হল প্রভোষ্টের পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন হবে।

০৯। হলের বা অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মচারীর সাথে কোন রকম অসদাচরণ করা যাবে না, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১০। হলের সম্পত্তির কোন রকম ক্ষতি সাধন গুরুতর অপরাধ। দোষী প্রমানিত হলে ক্ষতিপূরণ ছাড়াও আইনানুগ যে কোন শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে।

১১। হলের নোটিশ বোর্ড সমূহে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি সমূহ সকল ছাত্রের গোচরে আনা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

১২। হলে ভর্তি হওয়ার পর ব্যক্তিগত ব্যবহারিক সীট এবং অন্যান্য জিনিস (সরকারি সম্পদ, যেমনঃ বেড, টেবিল, চেয়ার, আলমিরা) যে ভাবে বুঝিয়া পাবে অনুরূপভাবে হলের সীট পরিবর্তন কিংবা হল পরিবর্তন এর সময় অন্যান্য জিনিস (সরকারি সম্পদ, যেমনঃ বেড, টেবিল, চেয়ার, আলমিরা) বুঝিয়া দিতে হবে অন্যথায় জরিমানাসহ যে কোন শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে।

ঃ মেসিং/ডাইনিং সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ

১। হলের সকল আবাসিক ছাত্রকে হলের ডাইনিংয়ে/মেসে খাবার খেতে হবে। তবে বিশেষ অবস্থায় আবেদনের প্রেক্ষিতে হল প্রভোষ্ট কোন ছাত্রকে মেসে খাওয়া থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন কিন্তু তার মেসিং ফি প্রদান করতে হবে।

২। কুপন না কেটে/মিল চালু না করে কোন বোর্ডার ডাইনিংয়ে খেতে পারবে না। কোন কারণে কুপন কাটতে ব্যর্থ হলে গেষ্ট কুপনে খাবার খাওয়া যেতে পারে (খাবার থাকা সাপেক্ষে)।

৩। মিল চালু/বন্ধ করতে হলে কমপক্ষে পূর্ব দিন রাত্রে মেসিং সহকারী/সীক বয়/ম্যানেজারকে অবহিত করতে হবে অন্যথায় মিল চালু/বন্ধ করা সম্ভব হবে না।

৪। ডাইনিং-এর কুপন/গেষ্ট কুপন বাকী দেয়া হবে না। কারো কোন মাসের কুপন/গেষ্ট কুপন বাকী থাকলে পরবর্তী মাস থেকে তার ডাইনিং বন্ধ করে দেয়া হতে পারে।

৫। ডাইনিংয়ের **"ভোজ কার্ড" হস্তান্তর**যোগ্য নয়। একজনের ভোজ কার্ড অন্যজন ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধ।

৬। প্রত্যেক বোর্ডারকে খাবার সময় অবশ্যই নিজ নিজ **ভোজ কার্ড** সঙ্গে নিয়ে খেতে বসতে হবে। ভোজ কার্ড/গেষ্ট কুপন ব্যতীত কেহ ডাইনিংয়ে খাবার খেতে/দাবী করতে পারবে না। ভোজ কার্ড/গেষ্ট কুপন ব্যতীত কেহ খাবার খেতে চেষ্টা করলে তা ডাইনিংয়ের শৃংখলা বহির্ভূত কাজ বলে গণ্য হবে এবং কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে তাহার ডাইনিং/মেস বন্ধসহ শাস্তি মূলক যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৭। ডাইনিংয়ের খাবার নির্ধারিত সময়ে মধ্যেই খেতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর খাবার সরবরাহ করা হবে না। দুপুরে ডাইনিং চালু থাকবে দুপুর ১২:৪৫টা থেকে দুপুর ০২:৩০টা পর্যন্ত এবং রাতে ডাইনিং সন্ধ্যা ০৭ঃ৩০টা থেকে রাত ১০ঃ০০টা পর্যন্ত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাবার গ্রহণে ব্যর্থ হলে পরে কোন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং মেস ম্যানেজার/কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবে না। নির্ধারিত সময়ের তরকারী কাপ অন্য সময়ে সরবরাহ করা হবে না।

৮। সকল বোর্ডারকে অবশ্যই ডাইনিং রুমে খাবার গ্রহণ করতে হবে। ডাইনিং চলাকালীন সময়ে রুমে খাবার নেয়া যাবে না। শুধুমাত্র অসুস্থ বোর্ডারের জন্য সাময়িকভাবে এই নিয়ম শিথিলযোগ্য। অসুস্থ বোর্ডারের খাবার রুমে নেয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং নিজ দায়িত্বে ডাইনিং এ ফেরত দিতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে যদি কারো রুমে খাবার নেবার প্রয়োজন হয় তবে তিনি নিজ দায়িত্বে **নিজস্ব টিফিন ক্যারিয়ার** ব্যবহার করবেন।

৯। ডাইনিংয়ের সময়ে কোন বয়/বাবুর্চিকে ব্যক্তিগত রান্না কিংবা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

১০। ডাইনিংয়ের তৈজষপত্রাদি যেমন ঃ হাড়ি/পাতিল, প্লেট, কাপ, বাটি, চামচ, গ্লাস ইত্যাদি কারো রুমে নেয়া যাবে না।

১১। মেসিং সংক্রান্ত কোন অভিযোগ/সুপারিশ থাকলে তাহা সহকারী প্রভোষ্ট মহোদয়কে লিখিতভাবে জানানো যেতে পারে। এছাড়া কোন ক্রমেই ডাইনিং রুমে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা যাবে না।

১২। প্রত্যেক বোর্ডারকে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে অবশ্যই ডাইনিং এর জন্য বাজার করতে হবে। তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কক্ষের বর্ডারগণ পূর্বের দিন রাত ১০:৩০টার সময় হল অফিস (মেসিং সহকারীর নিকট) থেকে কুপন সংখ্যা ও তদানুযায়ী টাকা বুঝে নিয়ে যথারীতি বাজার করবে। বাজারের জন্য সিডিউল অনুযায়ী নির্দিষ্ট রুমের ছাত্র পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট রুমের আবাসিকদের জন্য (৫০×৪ =) ২০০/- (দুইশত টাকা) জরিমানা ধার্য হবে এবং ইহা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে। বাজারের পর নির্দিষ্ট ফরমে খরচের তালিকা, পরিমাণ ও মূল্য উল্লেখ পূর্বক মোট ব্যয়ের হিসাব পরদিন সকাল ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী প্রভোস্টের নিকট জমা দিতে হবে।

১৩। ডাইনিংয়ে খাবারের মান ভাল রাখার স্বার্থে বর্ডারদেরকে অবশ্যই প্রকাশিত তালিকানুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে বাজারে যেতে হবে। তবে কারো বিশেষ কোন অসুবিধা থাকলে সহকারী প্রভোস্টকে জানিয়ে অন্য কোন বর্ডারের সাথে তারিখ পরিবর্তন করা যাবে। কেহ বাজারে না গেলে তার ব্যাপারে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।

১৪। গরুর গোশতের বিকল্প হিসাবে খাসী/মুরগী/মাছ/ডিম বা সবজির ব্যবস্থা থাকতে পারে।

১৫। প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষ মেসিং সংক্রান্ত নিয়ম কানুনের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন করতে পারবেন। হলের সার্বিক সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে সকল ছাত্রদেরকে উপরোক্ত নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য বলা যাচ্ছে।

১৬। হলের সার্বিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে সকল বর্ডারকে শৃঙ্খলা বহির্ভূত যে কোন কাজের জন্য হল কর্তৃপক্ষ নিয়মানুযায়ী শাস্তি মূলক যে কোন ব্যবষ্থ্যা গ্রহণ করতে পারে।

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে বর্ণিত যাবতীয় তথ্য সত্য এবং আবাসিক হলের সকল নিয়মাবলী অবগত আছি। আমার দ্বারা হলের শৃংঙ্খলা পরিপন্থি যে কোন কাজ সংঘটিত হলে আবাসিক সুবিধা বাতিলসহ হল কর্তৃপক্ষের যে কোন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমি বাধ্য থাকব।

তারিখ ঃ..............................ইং।

বিনীত নিবেদক

....

সভাপতি
প্রভোষ্ট কমিটি
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।